তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৩-০৪ সালের নিয়োগ বাতিল

যুগান্তর রিপোর্ট

চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০৩ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে ২০০৪ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ও বিচারপতি মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। নিয়োগ বাতিল হওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে এ সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি হতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এদিকে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে বলে জানিয়েছেন চাকরি হারানো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষের আইনজীবীরা। নিয়োগ বাতিল করে আদালতের দেয়া রায়ে বলা হয়েছে, নতুনভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই নিয়োগ দিতে হবে। এর জন্য ন্যূনতম ৫টি দৈনিক পত্রিকায় নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। নতুন এই নিয়োগে রিট পক্ষভুক্তদের (চাকরি বাতিল হওয়াদের মধ্যে আদালতে আবেদন করেছে যারা তাদেরকে) আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল করতে হবে। তবে তাদের যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য নতুনভাবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী বর্তমানে পরিবর্তন করতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের আগে [illegible] এরপর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। তবে চাকরিচ্যুতরা এতদিন ধরে যেসব বেতন-ভাতা পেয়েছেন, তা ফেরত দিতে হবে না বলে আদালত অভিমত ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে ছয় মাসের মধ্যে এ রায় বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০৩ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে ২০০৪ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পান। এইসব নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেট সদস্য সংসদ সদস্য ফজলে রাব্বী মিয়া একটি রিট আবেদন করেন। এ রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৪ সালের ৩১ আগস্ট হাইকোর্ট একটি রুল জারি করেন। ২০০৬ সালের ২২ আগস্ট হাইকোর্ট রিট আবেদন খারিজ করে রায় দেন। এর ফলে ওইসব নিয়োগের বৈধতা লাভ করে। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ১৫ ডিসেম্বর হাইকোর্টের অপর একটি বেঞ্চে ওই রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন করেন ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও গাজীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য আকম মোজাম্মেল হক। চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০১১ সালের ২৩ আগস্ট হাইকোর্ট ২০০৬ সালের রায়ের পুরো বিপরীতমুখী রায় প্রদান করেন। বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের বেঞ্চের দেয়া রায়ে ওইসব নিয়োগকে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ রেখে জরুরি অপসারণের নির্দেশ দেয়া হয়। এ রায়ের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ৮০৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়। দ্বিতীয় এই রায়ের বিরুদ্ধে চাকরিচ্যুত ৮০৭ জন আপিল বিভাগে পৃথক তিনটি আপিল অনুমতির আবেদন (লিভ টু আপিল) করেন। লিভ টু আপিলের শুনানি শেষে ৪ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ দুটি রায়ই বাতিল ঘোষণা করে মূল রিটটি হাইকোর্টে নতুনভাবে শুনানি করে নিষ্পত্তি করতে আদেশ দেন। এজন্য বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্ধারণ করে দেন আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ ও চাকরিচ্যুতির বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বলা হয়। পরবর্তীকালে হাইকোর্টে মূল রিটের ওপর শুনানি হয়। প্রায় চার সপ্তাহ শুনানি নিয়ে আদালত বিষয়টি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখেন। এরপর সোমবার আদালত এ রায় দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী আমির আসলাম রায়ের পর সাংবাদিকদের বলেন, ২০০৪ সালে পাঁচটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।